OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 145 - 150
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 145 - 150
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

‘স্ব-শক্তি নারী শক্তি’ প্রসঙ্গে নলিনী বেরার ছোটগল্প

ইয়াসমিন বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কুলতলি ড: বি. আর. আম্বেদকর কলেজ
Email ID: biswasyeasmin@gmail.com
0009-0004-1569-3265

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Lower class population, intelligent, loving mother, great personality, isolated island, Honesty, Beacon of light.

Abstract

Literature Nalini Bera is the metaphor of the lowerclass population. A large part of his literature covers Shabar, Lodha, Santal and Bhumiz farmers. His literature reflects the story of the life of subaltern peoples of his motherland. The story he written on that said peoples is exceptionally good. In fact, the geography in which Nalini Bera lived is the context of his writing. Most of the characters are taken from real life.

Yet, even among the familiar people of this known world, there remains so much color, so much beauty, and so much wonder.

Seeing people opens a window somewhere, and it makes you feel that what you see is not everything about them, and that what you don't see is also a lot. And that's a lot of the storyteller Nalini Bera's life, a constant conflict of questions.

The female characters in writer Nalini Bera's short stories seem to have fought and won every moment against the harsh realities of life on their own merits. He has emerged as a beacon of light for future generations, whether as a loving mother, an intelligent woman, a protester, a visionary, or a great personality.

In short, his stories are about ordinary women who go through life with a smile and a quest to become extraordinary. The article in question is a description of the self-strength of the backward women's community in the rural areas along the Subarna Rekha, like an 'isolated island', and the form of women's power.

Discussion

ক

“এ সব পোকামাকড়, পিঁপড়ে – তোমরা খাও? হুঁ খাই, হামরা যে লব্ধা বঠিন। তো, এরা সবাই আমার আত্মীয়, বড় আপনার জন। এদের ছেড়ে, শহরে এসে, মাঝে-মাঝেই মনে হত, তারা সব কোথায় পড়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 145 - 150
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> আছে একলা, একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। লেখার ভিতর দিয়ে সেই দ্বীপের সঙ্গে, সেইসব মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি, দেখা হয়, একটু-আধটু কথাও বলি। মানুষ তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলে, সে আর কী।”[১]

এই রকমই সব তুচ্ছ-অতিতুচ্ছ মানব-মানবীর জীবন ভাষ্যই বিশিষ্ট দেশজ ও লোকজ ঘরানার কথা সাহিত্যিক নলিনী বেরার গল্প। মেট্রোপলিটান বৈকুণ্ঠের মিনার থেকে লম্বা দূরবীনেও যাদের হদিশ মেলে না। নলিনী বেরা ওদেরই আপনজন। তৃতীয় ভারতবর্ষেই তাঁর মন মনন হৃদয়বোধ সর্বাংশে সমর্পিত। শহর বাসের জীবন সরকারি চাকরি অন্য কোনভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো কিংবা কোথাও সাময়িক অবস্থান নিশ্চিতভাবেই পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা দিতে পারে। স্বদেশ পরিচয়ের মৌলবীজকে অনেকটাই ছোঁয়া যায়। লেখালেখিও সম্ভব। কিন্তু প্রথম বর্ষার জলে ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধটা কিছুতেই পুরোপুরি আসে না মুদ্রিত অক্ষরমালায়। কিন্তু একেবারে তলানি থেকে অবহেলার চিরন্তনীকে সঙ্গ নিয়ে উর্ধ্বগামিতায় নলিনী বেরার, বোধ বা চৈতন্যের উন্মোচন। তাঁর নিজস্ব সাফল্যে অনেককালের ব্রাত্যবেদনাই পাদ প্রদীপ পেয়েছে।

খ

নলিনী বেরা ছবি আঁকেন, শব্দ দিয়ে মূর্তি বানান। ভাষা দিয়ে স্রোতের মতো ধ্বনি তৈরি করেন। তাঁর কলেমের বর্ণমালায় চেনা মানুষগুলো যেন অনন্য হয়ে ওঠে। প্রভা বিশুই, পূর্ণিমা, মিস আরতি, বিমলি, পটুরাণী, মলি বুড়ি – রা যেন তারই লেখনির প্রতিকায়িতরূপ। নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে পুরুষের মনকে বুঝে নিতে এতটুকু ভুল করেননি গল্পকার নলিনী বেরা। ‘যৌতুক’ ও ‘বড়াভাজা কটা চোখ ও বঙ্কিম বধুকের গল্প' যে তাই জানান দিয়ে যায়। ‘যৌতুক’ গল্পে –

> “একেকটা মুহূর্ত আসে, আসেই যখন সুখের অবধি আর থাকে না। সেই মুহূর্ত পুনোই-এর এসে গেছে। আমারও। আমি আর পুনোই একত্রে সুখ-সমুদ্রে ভাসছি।”[২]

ছেলেবেলার সেই দিনগুলোতে ভাইবোনের মধ্যে অপত্য স্নেহ গল্পের মধ্য দিয়ে গল্পের সূচনা হলেও আমাদের পরস্পরকে বোঝার এই অভিমানগুলো কত ঠুনকো, কত শিথিল আমাদের সম্পর্কের বোধ; দীর্ঘদিন যাকে চিনি আমরা, যার ভালোবাসায় কোন খাদ নেই বলে বিশ্বাস করি এমনকি, পারস্পরিক সেই ভালোবাসার গভীরতা ঘিরে, বোঝাবুঝির মাত্রা ঘিরে বড়াই করতেও ছাড়ি না দশজনের সামনে – সেই সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন হয়ে উঠে বিয়ের উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সোনার আংটিকে কেন্দ্র করে। স্নেহের বোনের বিয়েতে এই সামান্যতম উপহার গল্পের দাদা চরিত্রের কাছে হয়ে উঠে কঠিনতম দুঃসাধ্য কাজ। তাইতো বৌকে তিনভরি হার উপহার দেওয়া, মেয়ের জন্ম, মানুষ করা এমনকি গল্প শেষে বর্ণাঢ্য পূর্ণভাবে প্রচুর উপহারে সমৃদ্ধভাবে বিয়ের আয়োজনও অতিসরল সাধ্য কাজ মনে হয়, আর এই সময় পর্বে দাদা প্রতিশ্রুত বোন পুনোই অর্থাৎ পূর্ণিমার আশাহত হৃদয়ের ছবি তুলে ধরেছেন গল্পকার নলিনী বেরা। দারিদ্রক্লিষ্ট প্রতিপদে আশাহৃত নারীর মানসিকতা বর্ণনায় গল্পকার সিদ্ধহস্ত। পুনোইয়ের কথায় –

> “হাসল পুনোই। বলল দাদা তাই দিস
> তোর যেমন সুবিধে—”
> পলিথিনের চুড়ির পরিবর্তে দুধে-লতা জড়ানো হাতই প্রমাণ করে – নারী প্রকৃতিরই দোসর। শত অন্যায় সহ্য করেও নিজ কর্তব্যে অনড়। তাইতো গল্পকার বলেন – “ফের চাঁদ দেখলাম। নিম গাছের আষ্টে পৃষ্টে জড়ানো লতাপাতার গাছ। শালিক পাখির ফুটো হাঁড়ির বাসাটা হাওয়ায় দুলছে তার ওধারে চাঁদ। যেন বিভূতিদের উঠোন থেকে উঠে আসছে চাঁদমনি, তুমি চরাচরকে আলো দাও।”[৩]

কোথাও যেন গল্পকারের কল্পনায় আকাশের চাঁদ আর নারী চরিত্র পূর্ণিমা যেন এক হয়ে যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 145 - 150
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আর, 'বড়াভাজা, কটা চোখ ও বঙ্কিম বধুকের গল্প' এ 'পরভা বিশোই' অর্থাৎ প্রভা বিশুই যেন স্বয়ং পৃথিবী। নিঃসন্তান বাল্যবিধবা বাপের বাড়ি আশ্রিতা প্রভা বিশুই এর একমাত্র জীবন সম্বল ছিল পাঁচ-ছয় বছরের ভাইপো বঙ্কিম বধুক। সারাজীবন ধরে হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা স্নেহে পুষ্ট সন্তান, যার শিক্ষিত হওয়াটাও মাতৃতুল্য পিসির অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফল। প্রৌঢ়ত্বে সেই সন্তানের অমঙ্গলের কারণরূপে কুরুচিকর মন্তব্য, ডাইনি অপবাদ, প্রহৃত হওয়ার মধ্য দিয়ে গল্পকার নারী চরিত্রের ধরিত্রীর সত্ত্বারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। যে পৃথিবী মানুষকে ধারণ করে, লালন করে আর মানুষ তাকে ধ্বংস করে অপরিসীম নিষ্ঠুরতায়। আবার সেই ধ্বংস স্তূপ থেকে যেমন নতুন জীবনের বীজ উপ্ত হয় তেমনি কোমর ভাঙা, ময়লা তেলচিটে ধুতি পরিহত জীর্ণ দুস্থ অসহায় থুথুরে বুড়ি পরভা বিশোইয়ের ছানি পড়া অন্ধ চোখের কোটরে দেখে গল্পকার আশার আলো —

> "হয়তো বুড়ি এখনো আশা একদিন তার ভুল বুঝতে পারবে বঙ্কিম, আর সেদিন সে তার পিসির কাছে হাজির হয়ে আগের মতোই বলে উঠবে, কঁঠে গেলু, ভাত বাড় দিনি পিসি..."[৪]

মানুষ কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাসের বশে যে সমস্ত অমানবিক অন্যায় আচরণ করে থাকে তা কি শুধু অমঙ্গলের আশঙ্কায় না অন্য কিছু। কেননা, যে নারী বঙ্কিমকে নিজ গর্ভস্থ সন্তানের মতোন ভালোবাসা দিয়ে মানুষ করে, সুশিক্ষিত করে চাকুরীর যোগ্য করে তোলে, তার সন্তানের অমঙ্গলসাধন করা কি সেই নারীর পক্ষে সম্ভব? গল্পে কথক এর কারণ কুসংস্কারগ্রস্থ মানসিকতার কথা বললেও যেন এর অন্তর আবৃত থাকে না, নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্য এক সচেতন বুদ্ধির পোষাকী পরিকল্পনা নতুবা নিজেদের কর্তব্যকে অস্বীকার করার পন্থা নয় তো? প্রশ্ন থেকেই যায়। আর এই প্রসঙ্গে না বললেই নয় কবি গুরুর সেই স্মরণীয় পঙক্তি –

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?"

গ

পুরুষকে ঘিরে নারীর ভালোবাসার, নেহাতই আমাদের ঘরের কাছে প্রতিদিনের চোখে পড়া মানুষগুলোর মধ্যেকার দু'একজন চেনা নারীর অক্লান্ত ভালোবাসার ছবি এঁকেছেন গল্পকার 'বাবার স্মৃতি' গল্পটিতে। অভিমানী দম্পতির অম্ল মধুর ভালোবাসার গল্প এটি। রোজগারহীন স্বামীর হাত খোঁড়া অভ্যাস সংসারের নিত্যদিনের কলহের কারণ হয়ে ওঠে। বিদেশ ফেরত অপেক্ষারত স্বামীর প্রতি অভিমানি স্ত্রীর গতিবিধি বর্মণায় খোকার কথায় –

> "ঠিক এ সময়ই একটা লম্বা ফর্সা, ফ্যাকাসে মানুষ ঘরের ভিতর ছাঁত করে ঢুকে গেল, আমি আর বাবা তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছি, মানুষটা দেখেও দেখল না। যেন কেউ বসে আছে, বসে থাকতে পারে তার ধারণা নেই।"[৫]

কিন্তু সেই নারীর সুপ্ত গভীর ভালোবাসার স্বরূপ আমার দেখি অসুখে মৃত স্বামীর অবর্তমানে ঘরে বাইরের সমস্ত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে। নির্জনে নিভৃতে একাকীভাবে স্বামীর লাগানো শখের বাগানের ফলনকে কেন্দ্র করে পুরোনো দিনের ভালোবাসার স্মৃতি রোমন্থনে।

খোকার কথায় –

> "খেতির সবচেয়ে বড় কুমড়োটা বুকে আঁকড়ে মা বসে আছে। তার চোখ দিয়ে অনবরত জল ঝরছে। দেখতে পেয়ে আঁচলের খুঁটে চোখ মুছল, বলল 'খোকা তোর বাবার হাত বড় পয়া ছিল রে।"[৬]

স্বামীর প্রতি যন্ত্রণাক্লিষ্ট সতী নারীর প্রেমিকা সত্ত্বার বহিঃপ্রকাশ। অবগুণ্ঠিত অন্তঃপুরবাসিনীর শিক্ষার আলোকে আলোকিত দুঃসাহসিক নারী, যা বর্তমানের কোন কোন নারী সমাজকেও পথ দেখায় – এই রকম চরিত্র হল মিস আরতি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 145 - 150
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'গ্রামের চিঠি' গল্পের একেবারে অজ প্রত্যন্ত নিম্নবর্গীয় অধ্যুষিত অঞ্চলে শিক্ষকতা করতে আসা নিঃসঙ্গ নারী চরিত্র। মিস আরতি পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স নিয়ে বি.এ পাশ শিক্ষিকা শুধু থুরিয়া গ্রাম নয় আশে পাশের গ্রামের ছেলে-বুড়ো-জোয়ানদের মধ্যে তার দর্শনের যেন হিড়িক পড়ে যায়। মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঈর্ষাতুর মনোভাব দেখা গেলেও তাদের মধ্যে কৌতূহল কম ছিল না। গ্রামে প্রবীণ চরিত্র রাজারাম তার সঙ্গে হেঁয়ালি খেলা খেললেও তার একমাত্র সঙ্গী হয়েছিল নিজ গন্তব্য বিভ্রান্ত হয়ে সন্ধ্যেবেলায় আসা লাল ঝুঁটিওলা মোরগ। কিন্তু পাড়ার সর্বজনীন দুর্গোৎসবে অন্যায় মতো চাঁদা আবদারের দাবী অস্বীকার করার মাসুল 'মুরগিচোর' এর অপবাদ। গ্রামের নোংরা পলিটিক্স তার গতিরোধ করতে চেয়েছিল কিন্তু নিজ নিজ সত্যনিষ্ঠা সাহসী বুদ্ধিমত্তা দরুণ তাকে সে প্রতিহত করে নিজ মতাদর্শ ও কর্তব্য নিষ্ঠায় অনড় থাকে। জীবনের বলার পথে কতই না কন্টক সম্পৃক্ত পথ রয়েছে – এই ভাবনায় ভাবিত হতে হতে পরমুহূর্তে তার চোখে পড়ে বারান্দায় লাল ঝুটিওলা সেই মোরগটি যার দাঁড়ানোর ভঙ্গি হুবহু একরকম। গ্রামে একই ধরণের কতোই না মোরগ রয়েছে একের মৃত্যুতে মর্মাহত হয়ে বসে থাকা নয়, এগিয়ে চলার নামই জীবন। তাই এবার সে নিজ ভঙ্গুর আত্ম বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে –

> "সেই ঘাড় সোজা, চোখের দৃষ্টি না নীচে না উপরে। চটিতে ফটর ফটর আওয়াজ তুলে হাঁটা।"[৭]

নিজ পূর্ব রূপে ফিরে যাওয়া যা আত্ম বিশ্বাসে বলিষ্ঠ চরিত্র – যা কবিগুরুর একলা চলার ভাবনাই প্রতিকায়িত রূপ বলাই বাহুল্য। 'আমাদের গ্রাম, আওয়ার ভিলেজ' গল্পটিতে গল্পকার একটি নয় তিনটি নারীর কথা বলেছেন যা নিজ সাহসী, বলিষ্ঠ মনোভাব কার্যের মধ্য দিয়ে আমাদের ভাবিয়ে তোলে। এই রকমই এক সাহসী টেপ ফ্রক পরা নারী চরিত্র হল গল্পের বিমলা দঁড়পাট। সকলে বলে বিমলি। বিমলি মেধাবী, একখণ্ড কাপড়কে অর্ধেক কোমরে অর্ধেক বুকে জড়িয়ে ছাগল চরাতে চরাতে ভোমরার মতো গুনগুনিয়ে নামতা মুখস্থ করে। কিন্তু সামান্য অসাবধানতায় মথুর বুড়োর বরোধান তার ছাগল খেয়ে নেওয়ায় তাকে অন্যায় ভাবে শাস্তি দান এবং তার পড়াকে তিরস্কার করার যোগ্য জবাব দেয় সে – সে বছর সেন্টার পরীক্ষায় ডিস্ট্রিক্ট ফার্স্ট হয়ে। গল্প কথকের কথায় – "খোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে মথুর বুড়োর। ধন্য তুমি ধন্য হে।"

গল্পের আর এক জেদী বলিষ্ঠ মনোভাবাপন্ন লড়াকু নারী চরিত্র হল গ্রামের ছোট বিপিনের বউ মলিনা অর্থাৎ মলি বুড়ি। যার তিন কুলে কেউ না থাকলেও শেষ সম্বল একখানা ধুতি আর এক ফর্দ কাগজ। সরকারী ঘোষণা মতো ড্রাইডোল, রিলিফ এবং বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার প্রচেষ্টার প্রতি তার আপ্রাণ সংগ্রাম। এই প্রচেষ্টায় তার চুলগুলো পেকে শনের দড়ি হলেও গল্পকারের কথায় -

> "মলি বুড়ির জায়গায় অন্য কেউ হলে কবেই হাল ছেড়ে দিয়ে টেসে যেত। কিন্তু আমাদের গ্রামের মলিনা সে ধাতের মেয়েই নয়, শত ঝড় হোক, ঝাপ্টা হোক শেষতক দেখে ছাড়বে।"[৮]

তাইতো এই বয়সেও একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েত ঘুরলেও জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সে লড়ে চলেছে।

অনুরূপ আর এক চরিত্র হল – পটুরাণী। না নারী না পুরুষ – পটুরাণী হিজড়ে চরিত্র। মেয়েদের দলে মিশতে, মেয়েদের মতো সাজ সজ্জা করেও যখন সে বঞ্চিত ও তিরস্কৃত হয় তখন পুরুষ বেশে 'আনন্দ' নামে পুরুষের মতো হাটে হাঁস-মুরগি বিক্রি করে সে। এখন সে আর নারী বা পুরুষের দলে মিশতে চায় না। তাই তো –

> "দাঁড়িয়ে থাকে দুই দড়ির মাঝখানে, যে রাস্তায় যাত্রার রাজা রাজড়ারা ঝলমলে পোশাক পরে মঞ্চের ওপর যায় আসে।"[৯]

আর পাঁচটা ছেলের মতো সেও স্বপ্ন দেখে বিয়ে করার আবার সরকারী মতো কাগজ-কলমে। এক্ষেত্রে তার আত্মবিশ্বাস, স্বতন্ত্র পথ চলার মনোভাব এবং বলিষ্ঠ আত্ম প্রতিজ্ঞা তাকে অনেকের মাঝে অনন্য করে তোলেন গল্পকার 'আমাদের গ্রাম, আওয়ার ভিলেজ' গল্পটির মধ্যে দিয়ে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 145 - 150
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঘ

ছোটগল্পের চরিত্রগুলি নলিনী বেরার একজনও অদেখা নয় অথচ নতুন করে দেখাটাও বেশ আগ্রহের, উদ্দীপনার। সমাজ সংস্কারের অনেক উপলব্ধির গভীরতাকেই গল্পকার নিজের লেখার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। আর গল্পগুলোও যেন কীভাবে সেই গভীর উপলব্ধি আত্তীকরণ করে ফেলে। গল্পে স্বল্প পরিসরে বর্ণিত হলেও গল্প বয়ানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে এমন নারী চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম হল – 'হোমগার্ড গল্পে'র কাকী চরিত্রটি। জীবনের প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়ে রূপবতী নারীর নিজ রূপের প্রতি আক্ষেপ। কেননা এই রূপের ফাঁদেই পড়ে তার স্বামী বিভ্রান্ত হয়ে নিজ চাকুরী হারিয়েছে। এই আত্ম উপলব্ধি 'কাকিমা' চরিত্রটিকে আর পাঁচটা নারী চরিত্র থেকে ভিন্ন করে পাঠকের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলেছেন গল্পকার। আর সেই সঙ্গে বহুকাল ধরে প্রচলিত সমাজ সংস্কার মৃতের শবদাহের সঙ্গে তার শখের সমস্ত প্রিয় জিনিসপত্র নষ্ট করে দেওয়ার প্রথাকে অস্বীকার করে স্বামীর প্রতীব প্রিয় বস্তু হোমগার্ডের চাকরীরত পোষাকী জামাকে জন সমুক্ষের আড়ালে গোপন করে রাখার মধ্য দিয়ে কাকিমা চরিত্রের নিজ ভালোবাসার প্রতি একনিষ্ঠ সমর্পিত মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ তা তার বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রদীপের সলতের মতো নারীর জীবন। যে নিজে পুড়ে পরিবারের সকলকে আলোয় রাখতে চায়। এই রকমই একটি নারী চরিত্র হল 'বর্ষামঙ্গল' গল্পের পরমেশের বুড়ি ঠাকুরমা চরিত্রটি। অঝোর বৃষ্টির দিনে হেলে সাপের মন্ড পড়াকে বলে 'গুড়পুটলু'। আর সে সময় তিন-তিনজন কালো রঙের পুরুষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে কারো বাড়ি সম্মুখে দাঁড়িয়ে নাম ধরে ডাক দিলে, আর সেই ব্যক্তি ডাকের সারা দিলে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার মরণ নিশ্চিত হয়ে যায় – এই রকমেই একটি অন্ধ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে পরেশের নব্বই বছরের দুশ্চিন্তা গ্রস্ত বুড়ি ঠাকুরমার নিজ পরিবারের হাবাগোবা ছেলেদের মঙ্গল কামনায় কায়ক্লিষ্ট হয়ে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলে। তাঁর লড়াকু মনোভাব প্রসঙ্গে পরেশের কথায় –

> "হয়তো গোটা পরিবারটাই একযোগে বুকে বল এনে বলবে আচ্ছা, ডাকে যদি তো ডাকুক আমরা তার মোকাবিলা করব।"[১০]

পরিবারের সকলকে মৃত্যু নামক ঘুমের হাত থেকে জাগিয়ে রাখতে সারারাত ধরে 'বেগুনবতী রাজ কইন্যার' কাহিনী বলার মধ্য দিয়ে ঠাকুমা চরিত্রটিতে একদিকে যেমন চতুর বুদ্ধিমতী সত্ত্বার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তেমনি জীবনের শেষ পর্যায়েও নিজ পরিবারকে শত অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে জননী সত্ত্বারও প্রকাশ ঘটিয়েছেন গল্পকার নলিনী বেরা।

"যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ
বেনী না হয় এলিয়ে রবে সিঁথে না হয় বাঁকা হবে,
নাইবা হল পত্র লেখায় সকল কারুকাজ।
কাঁচল যদি শিথিল থাকে নাইকো তাহে লাজ
যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ।"[১১]

'ক্ষণিকা' কাব্যের 'চিরায়মানা' কবিতায় পরিস্ফুটিত কবিগুরুর ভাবনার মতোই, এই সাধা-মাঠা ঘরোয়া নারী যা, চিরায়ত আমাদের গ্রামবাংলায় দেখা যায় তাদেরই কথা বলেছেন গল্পকার নলিনী বেরা। কোন নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে নয়, পরিস্থিতির ভিন্নতায়, সাধারণভাবে, বিচিত্র বেশে গল্পগুলিতে তাদের সমাবেশ ঘটালেও নিজকর্ম কুশলতায় তারা যেন অনেকের মাঝে অনন্য হয়ে উঠেছে। কফির কাপে শেষ চুমুকের তলানিটুকু উচ্ছিষ্ট রাখাই সাহেব সুবোদের রেওয়াজ। কিন্তু নলিনী বেরা জানতেন, ওই তলানিটাই স্বদেশ বিভূতির পূর্ণ সুখের উদ্ভব। তাই তার স্থির বিশ্বাসের পরিক্রমণে বাংলার গ্রামই সমস্ত হতশ্রী নিঃস্বতা নিয়ে এত বাময়। বাংলা বর্ণমালায় বাংলার পট। আর এই পট চিত্রে স্বল্প পরিসরে অঙ্কিত নারী চরিত্রগুলি নক্ষত্রখচিত আকাশের মতো অসামান্যভাবে প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 145 - 150
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. বেরা, নলিনী, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৩, 'আমার কথা- 'সুবর্ণরেখা একটি নদীর নাম' শীর্ষক অংশ থেকে গ্রহণীয়।
২. বেরা, নলিনী, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৩, পৃ. ৫৪
৩. বেরা, নলিনী, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৩, পৃ. ৫৯
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সঞ্চয়িতা', শুভম প্রকাশনী, 'ক্ষণিকা' কাব্যের 'চিরায়মানা' কবিতা, পৃ. ৩০৫
৫. বেরা, নলিনী, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৩, পৃ. ১২৬
৬. নলিনী বেরা 'শ্রেষ্ঠ গল্প', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৩, পৃ. ৩৬
৭. বেরা, নলিনী, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৩, পৃ. ৬
৮. বেরা, নলিনী, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৩, পৃ. ২১৮
৯. বেরা, নলিনী, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৩, পৃ. ১৭২
১০. বেরা, নলিনী, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৩, পৃ. ১৭২
১১. বেরা, নলিনী, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৩, পৃ. ১১৪